দৈনিক
ইনকিলাব

04 FEB 2015

প্রাইভেট মেডিকেলে ভর্তির বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে বৈঠক

পাস নম্বর কমানোর দাবি নাকচ বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির কোটা বৃদ্ধি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শিক্ষার্থী সঙ্কটে পড়ায় বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি শর্ত শিথিলের দাবি আমলে নেয়নি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলোর এই দাবি না মানলেও বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির কোটা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্বে একটি মেডিকেল কলেজে মোট শিক্ষার্থীর ৩০ শতাংশ বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির নিয়ম থাকলে এ বছর তা বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। গতকাল (মঙ্গলবার) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ এসোসিয়েশনের সঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এদিকে দেশি শিক্ষার্থী ভর্তির শর্ত শিথিল না করে বিদেশি শিক্ষার্থীর আসন বৃদ্ধিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে ৪০ নম্বরের কম পাওয়া শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। অনেক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা এ নিয়ে আন্দোলনের কথাও জানিয়েছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বৈঠকের সত্যতা স্বীকার করে জানান, মঙ্গলবার বেলা সোয়া ১২টার দিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের সভাপতিত্বে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ এসোসিয়েশনের একটি সূত্র জানায়, ইতিপূর্বে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের সাথে কয়েকবার বৈঠকের সময় নির্ধারণ হলেও নানা কারণে সেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। শেষ পর্যন্ত গতকাল (মঙ্গলবার) বেলা ১২টার দিকে মন্ত্রী বৈঠকের সময় নির্ধারণ করেন। বৈঠকে মেডিকেল ভর্তির ক্ষেত্রে পাস নম্বর ৪০ থেকে কমিয়ে ২০ করার দাবি জানানো হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মেডিকেল ভর্তি সংক্রান্ত নির্ধারিত কমিটি এ দাবি মানতে না চাইলে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ৩০ নম্বর প্রাপ্তদের ভর্তির সুযোগ দেয়ার জন্য বলা হয়। কিন্তু সেই দাবিও নাকচ করে দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এ সময় মন্ত্রী এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেন। যদিও এর আগে প্রেসিডেন্ট মো. আবদুল হামিদ মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষার্থী সঙ্কট দেখা দেয়ায় পাস নম্বর কমানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাও আমলে নেয়া হয়নি।

প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ এসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মো. মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, শিক্ষার্থী সঙ্কটে পড়ায় অনেক মেডিকেল কলেজ বন্ধ করে দিতে হবে। আর এর দায় সরকারকেই নিতে হবে। ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় ৩৩ নম্বর পাওয়া এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক জানান, এ বছরের শর্তের কারণে ছেলেকে ভর্তি করানো সম্ভব হয়নি। তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে ভর্তি শর্ত শিথিলের আহ্বান জানান। অন্যথায় ভর্তি বঞ্চিত সকল অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে আন্দোলনের কথা জানান তিনি।

সূত্র মতে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বেঁধে দেয়া শর্তের কারণে ২০১৪-১৫ শিক্ষা বর্ষের এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোর ৬০ শতাংশ এবং ডেন্টাল কলেজগুলোর ৯৫ শতাংশ আসন ফাঁকা। দেশে পূর্ণাঙ্গ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৬৬টি এবং ডেন্টাল কলেজের সংখ্যা ১৮টি। এসব প্রতিষ্ঠানে মোট আসন সংখ্যা ৬ হাজার ৩৬০টি। এরমধ্যে মোট খালি আসনের সংখ্যা ৪ হাজার ৩৪৫টি। এর মধ্যে মেডিকেল কলেজে শূন্য আসন ২,৯৬৫টি এবং ডেন্টাল কলেজে ১,৩৮০টি। এ বিষয়ে প্রাইভেট মেডিকেল এসোসিয়েশনের অর্থ সম্পাদক আইচি মডিকেল কলেজের এমডি ইকরাম হোসেন বিজু ইনকিলাবকে বলেন, দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর মঙ্গলবার স্বাস্থ্য মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। তবে তা ফলপ্রসূ হয়নি। তিনি বলেন, মন্ত্রী আমাদের কোন দাবি মেনে নেননি। বিদেশি কোটায় ভর্তি বৃদ্ধি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে কোটা ১০ শতাংশ বাড়ানো হলেও কোন লাভ হবে না। কারণ বিদেশি কোটায় যাদের ভর্তি হওয়ার কথা ছিল তারা ইতোমধ্যে ভর্তি হয়েছে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এই অনড় মনোভাবের কারণে অনেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এমনকি বন্ধও হয়ে যেতে পারে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মেডিকেল ভর্তি কমিটির সদস্য ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (মেডিকেল এডুকেশন) প্রফেসর ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান বলেন, প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ এসোসিয়েশনের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। তবে তাদের অযৌক্তিক দাবি মেনে নেয়া হয়নি। ডা. হান্নান বলেন, এ বছর মেডিকেল ভর্তির ক্ষেত্রে পাস নম্বর কমানোর আর কোন সুযোগ নেই। তবে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির কোটা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং পুরো ফেব্রুয়ারি মাস ভর্তির সুযোগ থাকছে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা হিসেবে ন্যূনতম জিপিএ ৮ এবং ভর্তি পরীক্ষায় ৪০ নম্বর পেতে হবে শর্তটি জুড়ে দেয়। এরপর থেকে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ এসোসিয়েশন পাস নম্বর কমানোর দাবি জানিয়ে আসছে।